হইয়াছে। হে রহূগণ! তুমিও এই সংসারে পথের পার অতিক্রম কর। কি প্রকারে এই সংসার পার অতিক্রম করিবে, তাহার উপায় বলিতেছি—সকলের প্রতি দণ্ডধারণ ত্যাগ কর। অর্থাৎ আমিই সকলের শাসনকর্ত্তা, ইহারা সকলেই আমার শাস্য—এই বুদ্ধি হৃদয় হইতে ত্যাগ কর। সর্ব্বভূতে বন্ধুভাব প্রাপ্ত হও, সর্ব্বত্র চিত্তের অনাসক্তি রাখিয়া হরিসেবায় তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া সমস্ত আশক্তির পাশ ছেদন কর। ৫।১৩।২ ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৩ ॥

জ্ঞানমাত্র ভক্ত্যাশ্রয়মেব। যথোক্তমেতদনন্তরং শ্রীরহূগণেনৈব—

অহোনৃজন্মাখিলজন্মশোভনং কিংজন্মভিরপরৈরপ্যমুস্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃ কৃতাত্মনাম্। মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥
নহ্যদ্ভুতং তচ্চরণাব্জরেণুভি হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ যস্য সমাগমাচ্চ মে—দুস্তর্কমূলোঽপহতো হবিবেকঃ ॥
ইতি ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥ শ্রীব্রাহ্মণোরহূগণম্ ॥

এই শ্লোকে জ্ঞান পদে ভক্তি-আশ্রয় জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভক্তির সাধন করিতে করিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, এস্থলে সেই জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকটীর পর শ্রীরহূগণ মহারাজও যে প্রকার বলিয়াছিলেন—তাহাতেও ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। অখিল জন্মমধ্যে মনুষ্যজন্মই সুন্দর। অপর দেবাদি জন্মে কি লাভ হইয়া থাকে? স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণই বা কি লাভ? যে জন্মে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি শ্রবণ-কীর্ত্তনে শোধিতচিত্ত মহানুভব ভগবদ্ভক্তগণের প্রচুর সমাগম হয় না, সেই সকল জন্মেও সেই স্বর্গাদিলোকেই বা কি লাভ হইয়া থাকে? সতত তোমার চরণকমলস্থিত রেণুসমূহ উপাসনা করিয়া যাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ অপরাধ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পক্ষে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যেহেতুক, যে তোমার মুহুর্ত্তকালমাত্র সমাগম-প্রভাবেই দুষ্ট-তর্কাশ্রিত আমার অবিবেক নষ্ট হইয়া গেল। ৫।১৩।২১—২২। ইতি শ্লোকার্থ, শ্রীব্রাহ্মণ জড় ভারত মহাশয়কে শ্রীরহূগণ বলিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি দৃষ্টশ্রুতাভিরিত্যাদৌ মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেদিত্যগ্রতঃ উদাহার্য্যম্। অসুরবালকানুশাসনেঽপি—

কৌমার আচরেৎ প্রজ্ঞা ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
যথাহি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভুতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ৫৪ ॥